Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান, **সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সোমবার the ২৯ day of মে, ২০২২

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১৭২৮/২০১২

অর্থ দর্শি বড়ুয়া গং — Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য — Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৯/০৩/২০১৯ খ্রিঃ, ০৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ, ও ১৯/০৫/২০২২খ্রিঃ।

In presence of

জনাব আশীষ কুমার চৌধুরী ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন পাঠানদন্ডী মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ১৫৩৬৫ নং পৃষ্ঠায় ১২ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তির আর এস ২৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত

আর এস ৪৯২৬ নং দাগের সামিল পি.এস ২৯৭/১১ নং খতিয়ানের ৪৯২৬ দাগ ও তৎ সামিল বি এস ১৫১৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৯৬৯ নং দাগের আন্দরে ২৪ শতক এর আন্দরে ৫ শতক ভূমি ভুলক্রমে অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত ভি.পি ১৮৯/৭৮-৭৯ মামলায় উল্লেখিত ভারতবাসী উর্বশী বালা দে মহাজন উক্ত সম্পত্তির মালিক নহে। মূলত উক্ত সম্পত্তির আর এস রেকডীয় মূল মালিক ছিলেন জনৈক মেঘর্বন। তাহার মৃত্যুতে পুত্র পূর্ণচন্দ্র পাল এবং পরবর্তীতে পূর্নচন্দ্র পালের মৃত্যুতে পুত্র রাম মানিক্য মালিক হয়। পি এস খতিয়ান তার নামে হয়। রাম মানিক্য গত ১৯/০৮/১৯৪৯ ইং তারিখে ২০৯৮ নং কবলামূলে ধীরেন্দ্র লাল ঘোষ এর নিকট ১২ গন্ডা সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। ধীরেন্দ্র লাল মরনে দুই পুত্র রাখাল ঘোষ ও হরি মোহন ঘোষ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তাদের নামে বি এস জরিপ শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। হরি মোহন এর মৃত্যুতে কন্যা নমিতা ও স্ত্রী বাসন্তী ঘোষ ২৯/০৬/১৯৯৭ ইং তারিখে ১৭০৩ নং কবলা মুলে প্রার্থীকগনের নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগণ বায়াক্রমে খরিদসূত্রে মালিক ও দখলকার হন বিধায় প্রাথীকগণ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় । সরকার ভিপি মামলা নং ১৮৯/৭৮-৭৯ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) প্রার্থীগন তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা মোঃ নজরুল ইসলাম (Pt.W.1) কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-১- ৬ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা আব্দুল মোবিন (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

মোঃ নজরুল ইসলাম (Pt.W.1) এবং আব্দুল মোবিন (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রথমেই আমি প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করিব। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 আম-মোক্তার হিসাবে প্রার্থীপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি জবানবন্দিকালে বলেন যে নালিশী সম্পত্তির আর এস মালিক মেঘবর্ন ছিল। তার মৃত্যুতে পুত্র পুর্ণচন্দ্র এবং পূর্নচন্দ্রের মৃত্যুতে পুত্র রাম মানিক্য ছিল। রাম মানিক্য তৎ স্বত্ব ১৯/০৮/৪৯ ইং তারিখে কবলা মুলে ধীরেন্দ্রের নিকট বিক্রি করে। ধীরেন্দ্র মরনে রাখাল ও হরিমোহন থাকে এবং তাদের নামে বি এস হয়। হরিমোহন মরনে নমিতা ও স্ত্রী বাসন্তী ছিল। তারা ২৯/০৬/৯৭ তারিখে ১৭০৩ নং দলিল মূলে প্রার্থীকের নিকট হস্তান্তর করেন। গেজেটে উর্বশী বালা দে এর নাম ভুলক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। সত্য নয় যে নালিশী জমির মালিক ভারত চলে যাওয়ায় সরকার লিজ দিয়ে ভোগদখল করে।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। সরকারী গেজেট	প্রদর্শনী -১
২। আর এস **২৯৭** নং খতিয়ান ও পি এস ২৯৭/১১ ও বি এস ১৫১৩ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। ১৯/০৮/৪৯ ইং তারিখের ২০৯৮ নং দলিলের জাবেদা	প্রদর্শনী ৩
৪। ২৯/০৬/১৯৯৭ ইং তারিখের ১৭০৩ নং দলিল	প্রদর্শনী-৪
৫। আম-মোক্তারনামা দলিল	প্রদর্শনী-৫
৬। ওয়ারীশ সনদপত্র	প্রদর্শনী-৬

Pt.W.1 তার জেরায় বলেন যে, গেজেটে উর্বশী বালা দের নাম প্রকাশিত হয়। আর এস ২৯৭ নং খতিয়ানের ৪৯২৬ দাগে তিনি ১০ শতকের মধ্যে ৫ শতক দাবি করেন। তার সাথে নালিশী সম্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং তারা সম্পত্তি ফেরত পাবেন না মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষে Op.W.1 হিসাবে চন্দনাইশ থানার জোয়ারা ভুমি অফিসের ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দিতে বলেন, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডী মালিক ও তাদের ওয়ারীশগণ পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারত চলে যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তি ক তফসিল সম্পত্তি হিসাবে গেজেটের ১২ নং ক্রমিকে প্রকাশিত হয়। সরকার ১৮৯/৭৮-৭৯ নং মামলামূলে একসনা ইজারা দেয়। নালিশী ভুমি সরকারী সম্পত্তি । প্রার্থীপক্ষ তা ফেরত পাবে না। প্রতি পক্ষে দাখিলী মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতাপত্র **(প্রদর্শনী- ক)** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। Op.W.1 কে প্রার্থীপক্ষ জেরা করেননি।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রদশর্নী ১ সরকারী গেজেট হতে দেখা যায়, পাঠানদন্ডী মৌজার আর এস ১৪৩২ নং

খতিয়ানভুক্ত আর এস ৪৯২৬ নং দাগ তৎসামিল বি এস ১৫১৩ নং খতিয়ানের ৫৯৬৯ নং দাগের ১০ শতক সম্পত্তি উর্বশী বালা দে মহাজন এর মালিকানাধীন ছিল যা অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ক শ্রেনীর তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রার্থীপক্ষ উক্ত সম্পতিতে উর্বশী বালা দে এর মালিকানা অস্বীকার করেন এবং তার নামে প্রকাশিত গেজেট ভুল মর্মে দাবি করেন। উল্লেখ্য যে, গেজেটে আর এস ২৯৭ নং খতিয়ানের স্থলে ১৪৩২ খতিয়ান উল্লেখ রহিয়াছে যা নিতান্তই করনিক ভুল। নালিশী সম্পত্তি মূলত আর এস ২৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত ।

প্রার্থীপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী- ২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ২৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ৪৯২৬ নং দাগ ভুমির মালিক মন্তব্য কলাম দৃস্টে মেঘবর্ণ ছিলেন। Pt.W.1 এর সাক্ষ্যমতে আর এস মালিক মেঘবর্ন এর মৃত্যুতে পুত্র পুর্ণচন্দ্র এবং পূর্নচন্দ্রের মৃত্যুতে পুত্র রাম মানিক্য ছিল। উক্ত রাম মানিক্যের নামে পি এস খতিয়ান হয়। প্রদর্শনী- ২(ক) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে পি এস ২৯৭/১১ নং খতিয়ান রাম মানিক্য এর নামে প্রচারিত হয়। প্রার্থীপক্ষের দাখিলী ১৯/০৮/৪৯ ইং তারিখে কবলা প্রদর্শনী -৩ প্রকাশমতে, উক্ত রাম মানিক্য নালিশী ৪৯২৬ দাগের ৬২ শতক হতে ১২ গন্ডা বা ২৪ শতক ভুমি ধীরেন্দ্রে লাল ঘোষ এর নিকট বিক্রি করেন। Pt.W.1 এর সাক্ষ্যমতে উক্ত ধীরেন্দ্র লাল ঘোষ মরনে রাখাল চন্দ্র ঘোষ ও হরিমোহন ঘোষ ওয়ারীশ থাকে এবং তাদের নামে বি এস হয়। প্রদর্শনী- ২(খ) বি এস ১৫১৩ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় তা সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রদর্শনী-১ গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, বি এস ১৫১৩ নং খতিয়ানের ৫৯৬৯ দাগের ১০ শতক ভুমি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্তি হয় যার মালিক হিসাবে উবশী বালা দে কে দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রদর্শনী- ২(খ) বি এস খতিয়ান হতে দেখা যায় উক্ত দাগের সম্পূর্ন ২৪ শতকের মালিক ধীরেন্দ্র লাল এর দুই পুত্র রাখাল চন্দ্র ও হরিমোহন এবং মহেন্দ্র লাল ঘোষ। সুতরাং উবর্শী বালা দে এর নামে নালিশী ৫৯৬৯ দাগের ২৪ শতক ভুমির মধ্যে ১০ শতক ভুমি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গেজেটে প্রকাশ সম্পূর্ন ভুল ও বে-আইনী হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষের দাখিলী ২৯/০৬/৯৭ ইং তারিখে ১৭০৩ নং কবলা প্রদর্শনী-৪ হতে দেখা যায়, হরিমোহনের স্ত্রী ও কন্যা নালিশী ৫৯৬৯ দাগের সম্পত্তি সহ অপরাপর সম্পত্তি প্রার্থীকগনের বরাবর হস্তান্তর করে। নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডী হতে ধারাবাহিক মালিকানা পর্যালোচনায় ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, নালিশী দাগের সম্পত্তি প্রার্থীকদের বায়াগণ তাদের পূর্ববর্তীর আমল থেকে ভোগ দখলে ছিলেন এবং সর্বশেষ খরিদের পর প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার হন।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী বি এস ৫৯৬৯ দাগের সম্পূর্ন ২৪ শতক সম্পত্তির বি এস রেকর্ডীয় মালিক প্রার্থীকদের বায়ার পূর্ববর্তীগণ হলেও উক্ত সম্পত্তি হতে ১০ শতক ভুমি অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় উর্বশী বালা দে মহাজন এর নামে ভুল ও বে-আইনীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু প্রার্থীকগণ বি এস রেকর্ডী হরি মোহন ঘোষের ওয়ারীশদের নিকট হতে খরিদক্রমে নালিশী ভুমিতে ভোগদখলে আছেন সুতরায় প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পেতে হকদার বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হল। নালিশী আর এস ৪৯২৬ দাগ তৎসামিল বি এস ৫৯৬৯ দাগের আন্দরে ১০ শতকের মধ্যে ৫ শতক সম্পত্তি প্রার্থীগন এর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল। ১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ

সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,

পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ

সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,

পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।